بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

খুতবা জুম'আ

আঁ হযরত (সাঃ) এর মহান মর্যাদা সম্পন্ন বদরী সাহাবাকেরাম রেজওয়ানুল্লাহ্ আলাইহিম আজমাঈনদের প্রশংসা সূচক গুণাবলী ও ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লণ্ডনের বায়তুল ফুতুহ্ মসজিদ হতে প্রদত্ত ১২ এপ্রিল ২০১৯-এর খোতবা জুম্মার সংক্ষিপ্তসার

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ

আজকে আমি যেসব বদরী সাহাবীর স্মৃতিচারণ করব তাদের মাঝে সর্বপ্রথম নাম হলো হযরত হোসাইন বিন হারেস। তার সম্পর্ক ছিল বনু মুত্তালেব বিন আবদে মানাফ-এর সাথে। তিনি তার দুই ভাই হযরত তোফায়েল এবং হযরত উবায়দার সাথে মদিনায় হিজরত করেন। হযরত হোসাইন বদর এবং ওহুদসহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সাঃ) এর সাথে অংশগ্রহণ করেছেন। হযরত হোসাইন এর মৃত্যু হয়েছে ৩২ হিজরীতে।

দ্বিতীয় সাহাবী যার আমি স্মৃতিচারণ করব তিনি হলেন, হযরত সাফওয়ান (রাঃ)। তার পিতার নাম ছিল ওহাব বিন রাবিআ। তিনি বনু হারেস বিন ফেহের গোত্রের সাথে সম্পর্ক রাখতেন। মহানবী (সাঃ) হযরত রাফে বিন মুআল্লার সাথে হযরত সাফওয়ানের ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেছিলেন। তিনি বদরের যুদ্ধসহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সাঃ) এর সাথে অংশগ্রহণ করেছেন।

পরবর্তী সাহাবী যার স্মৃতিচারণ হবে তিনি হলেন, হযরত মুবাশ্বের বিন আব্দুল মুনযের। তিনি অউস গোত্রের বনু আমর বিন অউফ শাখার সদস্য ছিলেন। মহানবী (সাঃ) হযরত মুবাশ্বের বিন আব্দুল মুনযের এবং হযরত আকেল বিন আবু বুকায়ের এর মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেছিলেন। যাহোক তিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং সেই যুদ্ধেই শাহাদত বরণ করেন। হযরত সায়েব বিন আবু লুবাবা, যিনি হযরত মুবাশ্বের এর ভাই হযরত আবু লুবাবার পুত্র ছিলেন।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর বিন হারাম বর্ণনা করেন, আমি ওহুদের যুদ্ধের পূর্বে স্বপ্ন দেখি যে, হযরত মুবাশ্বের বিন আব্দুল মুনযের আমাকে বলছেন, তুমি কয়েকদিনের ভেতর আমাদের কাছে চলে আসবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কোথায়। তিনি বলেন, আমি জান্নাতে। আমি জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা পানাহার করি। আমি তাকে বলি যে, আপনি কি বদরের যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন নি? তিনি বলেন, হ্যা কেন নয়? কিন্তু আমাকে পুনর্জিবিত করা হয়েছে। সেই সাহাবী মহানবী (সাঃ)-কে এই স্বপ্ন শুনালে তিনি (সাঃ) বলেন, হে আবু জাবের শাহাদত এমনই হয়ে থাকে। অর্থাৎ একজন শহীদ আল্লাহ্‌র কাছে যায় এবং সেখানে স্বাধীনভাবে বিচরণ করে।

পরবর্তী যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো হযরত ওরাকা বিন ইয়াস। তিনি আনসারদের খাযরাজ গোত্রের বনু লোযান বিন গানাম শাখার সদস্য ছিলেন। আল্লামা ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত ওরাকা তার দুই ভাই হযরত রবী' এবং হযরত আমর এর সাথে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণের তৌফিক লাভ করেন। হযরত ওরাকা বদরের যুদ্ধের পাশাপাশি ওহুদ, খন্দক এবং অন্যান্য সকল যুদ্ধে মহানবী (সাঃ) এর সাথে অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করেছেন। ইয়ামামার যুদ্ধে হযরত আবু বকরের খিলাফতকালে **১১** হিজরীতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

পরবর্তী যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হচ্ছে তার নাম হলো হযরত মুহরেয বিন নাযলা। মহানবী (সাঃ) হযরত মুহরেয বিন নাযলা এবং হযরত আম্মারা বিন হাযম এর মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেছিলেন। তিনি বদর, ওহুদ এবং খন্দকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সালেহ্ বিন ওয়াকদি'র মতে সালেহ্ বিন কায়সান থেকে বর্ণিত যে, হযরত মুহরেয বিন নাযলা বলেন, আমি স্বপ্নে নিম্ন আকাশকে দেখি যা আমার জন্য খুলে দেয়া হয়েছে। এপর্যায়ে আমি তাতে প্রবেশ করি আর সপ্তম আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে যাই। এরপর সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত চলে যাই। আমাকে বলা হয় যে, এটি হলো তোমার গন্তব্য। হযরত মুহরেয বলেন, আমি হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) এর কাছে এই স্বপ্ন বর্ণনা করি, যিনি স্বপ্নের ব্যাখ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি বলেন, তুমি শাহাদতের শুভসংবাদ গ্রহণ কর।

হযরত মুহরেয এর শাহাদতের ঘটনা এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত ইয়াস বিন সালামা যীকারদ্ এর যুদ্ধ সম্পর্কে বলেন, আমার পিতা আমাকে বলেছেন , হুদায়বিয়ার সন্ধির ঘটনার পর আমরা মদিনায় ফিরে যাওয়ার জন্য বের হই। অতঃপর আমরা এক স্থানে যাত্রাবিরতি দেই। আমাদের এবং বনু লেহইয়ান

এর মাঝে এক পাহাড় ছিল। মহানবী (সাঃ) সেই ব্যক্তির মাগফিরাতের জন্য দোয়া করেন যে রাতে এই পাহাড়ে চড়বে। অর্থাৎ সে যেন মহানবী (সাঃ) এবং সাহাবীদের জন্য পরিস্থিতির প্রতি দৃষ্টি রাখা এবং নিরাপত্তার মানসে গুপ্তচরের কাজ করে। আর আমি হযরত তালহার ঘোড়া নিয়ে তাতে চড়ে বের হই। আমি সেটিকে উটের সাথে পানি পান করানোর জন্য যাচ্ছিলাম। যখন সকাল হয় তখন আব্দুর রহমান ফাযারি মহানবী (সাঃ) এর উটের ওপর আক্রমণ করে। তারাসব উট হাকিয়ে নিয়ে যায় এবং সেগুলোর রাখালকে হত্যা করে। বর্ণনাকারী বলেন যে, আমি বললাম- হে রাবাহ্! এই ঘোড়া নাও আর এটিকে তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্'র কাছে পৌঁছে দাও। আর মহানবী (সাঃ) কে এই সংবাদ দাও যে, মুশরিকরা আপনার পশু লুট করে নিয়ে গেছে। তিনি বলেন, যাহোক এরপর আমি তাদের সন্ধানে এবং তাদেরকে তির মারতে মারতে বের হই, আর আমি রণসঙ্গীত পাঠ করছিলাম এবং বলছিলাম যে,

"আনা ইবনুল আকওয়া, ওয়াল ইয়াওমু ইয়াওমুর রুযা"

অর্থাৎ আমি আকওয়ার পুত্র আর এই দিনটি হীন ব্যক্তিদের ধ্বংসের দিন। অতএব আমি তাদের মাঝ থেকে যাকেই দেখতাম তার হওদাতে তির মারতাম। এমনকি তিরের ফলা বের হয়ে তার কাঁধ পর্যন্ত পৌঁছে যেত। তিনি বলেন, খোদার কসম, আমি তাদের তির মারতে থাকি আর তাদের আহত করতে থাকি। যখন আমার দিকে কোন অশ্বারোহী আসতো তখন আমি কোন গাছের ছায়ায় এসে এর নিচে বসে পড়তাম, অর্থাৎ লুকিয়ে পড়তাম। আর আমি তাকে তির মেরে আহত করে দিতাম। এমনকি যখন পাহাড়ী পথ সরু হয়ে যায় আর তারা সেই সরু পথে প্রবেশ করে তখন আমি পাহাড়ে আরোহন করি আর তাদের দিকে পাথর ছুঁড়তে থাকি। এভাবেই আমি তাদের পিছুধাওয়া করতে থাকি, এমনকি আল্লাহ্তা'লা মহানবী (সাঃ) উটগুলোর মাঝ থেকে এমন কোন উট রাখেননি যেটিকে আমি নিজের পেছনে না ফেলে দিয়েছি। অর্থাৎ গিরিপথের কারণে সেগুলো পেছনে রয়ে যায় আর তারা সামনে চলে যায়, তারা সেগুলোকে আমার এবং তাদের মাঝখানে ছেড়ে চলে যায়। এরপর আমি তির চালানো অব্যাহত রাখি। এমনকি তারা ত্রিশটির অধিক চাদর এবং ত্রিশটি বর্শা ওজন হালকা করার উদ্দেশ্যে ছুড়ে ফেলে দেয়। তিনি বলেন, তারা যে জিনিসই ফেলে যেতো, আমি সেগুলোর ওপর চিহ্ন হিসেবে পাথর রেখে দিতাম যেন মহানবী (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীরা তা চিনতে পারেন। এমনকি তারা একটি সংকীর্ণ উপত্যকায় পৌঁছে, যেখানে তারা বদর ফাযারি'র কোন পুত্রকে পায়। তারা সেখানে বসে খাদ্য গ্রহণ আরম্ভ করে। আমি একটি চূড়ায় বসেছিলাম। ফাযারি বলে যে, এই ব্যক্তি কে, যাকে আমি দেখতে পাচ্ছি। তারা বলে, এই ব্যক্তি আমাদেরকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। খোদার কসম, সে সকাল থেকে অনবরত আমাদের ওপর তিরন্দাজি করে যাচ্ছে। এমনকি সে আমাদের কাছ থেকে সবকিছু ছিনিয়ে নিয়েছে। সে বলে যে, তোমাদের মাঝ থেকে চার ব্যক্তির তার দিকে যাওয়া উচিত। হযরত সালামা বিন আকওয়া বলেন, তাদের মাঝ থেকে চারজন আমার উদ্দেশ্যে পাহাড়ে চড়ে। যতটা নিকটবর্তী হলে আমি কথা বলতে পারতাম যখন তারা আমার ততটা নিকটবর্তী হয়, আমি তাদের বলি, তোমরা কি আমার স্ব্রপর্কে জান? তারা বলে যে, না, তুমি কে? আমি বললাম যে, আমি সালামা বিন আকওয়া। এরপর তিনি সেই কাফেরদের বলেন যে, তাঁর কসম, যিনি মুহাম্মদ (সাঃ) এর পবিত্র চেহারাকে সম্মানিত করেছেন, আমি তোমাদের মাঝ থেকে যাকে ইচ্ছা ধরতে পারি। কিন্তু তোমাদের মাঝ থেকে কেউ যদি আমাকে পাকড়াও করতে চায় তাহলে তা পারবে না। এরপর তারা চারজনই ফিরে যায়। আমি আমার নিজের স্থানে বসে থাকি। এমনকি আমি মহানবী (সাঃ) এর ঘোড়াগুলোকে গাছপালার মাঝ দিয়ে আসতে দেখি। তাদের মাঝে সর্বপ্রথম ছিলেন আখরাম আসাদী। আমি আখরাম অর্থাৎ হযরত মুহরেয এর ঘোড়ার লাগাম ধরি। তখন তারা পিঠ ফিরিয়ে চতুর্দিকে পালিয়ে যায়। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আখরাম, অর্থাৎ মুহরেযকে বলেন যে,যতক্ষণ মহানবী (সাঃ) ও তাঁর সাহাবীগণ পৌঁছে না যান, তুমি আত্মরক্ষা কর যেন তারা তোমাকে ধ্বংস না করে দেয়। তিনি বলেন, হে সালমা! যদি তুমি আল্লাহ্তা'লা এবং শেষ দিবসে ঈমান রাখ আর তুমি জান যে, জান্নাত সত্য এবং অগ্নি অর্থাৎ জাহান্নাম সত্য, তাহলে তুমি আমার এবং শাহাদতের মাঝে প্রতিবন্ধক হইও না। আমি তাকে ছেড়ে দেই। এমনকি তিনি অর্থাৎ আখরাম এবং আব্দুর রহমান পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং তিনি আব্দুর রহমানসহ তার ঘোড়াকে আহত করেন। আব্দুর রহমান তাকে অর্থাৎ আখরাম বা হযরত মুহরেযকে বর্শা মেরে শহীদ করে দেয়। তখন মহানবী (সাঃ) এর সাথে যারা আসছিল তাদের মাঝ থেকে একজন অর্থাৎ মহানবীর দক্ষ অশ্বারোহী আবু কাতাদা আব্দুর রহমানের পিছুধাওয়া করেন, এবং তাকে ধরে ফেলেন আর বর্শা মেরে তাকে হত্যা করেন। এব্যক্তি হযরত মুহরেযকে শহীদ করেছিল। তিনি বলেন, তাঁর কসম যিনি মুহাম্মাদ (সাঃ) এর পবিত্র চেহারাকে সম্মানিত করেছেন। আমি দৌড়ানো অবস্থায় তাদের পিছুধাওয়া করতে থাকি আর তাদের পিছু ধাওয়া অব্যাহত রাখি। এমনকি আমি মুহাম্মাদ (সাঃ) এর সাহাবীদের মাঝ থেকে কাউকে বরং তাদের ধূলাকেও নিজের পিছনে দেখতে পাই। অর্থাৎ তিনি অনেকদূর চলে যান। এমনকি

সূর্যাস্তের পূর্বে তারা একটি উপত্যকায় পৌঁছে যেখানে একটি ঝর্ণা ছিল। তারা সেখান থেকে পানি পান করতে চাচ্ছিল এবং পিপাসার্ত ছিল। এরপর তারা আমাকে তাদের পেছনে দৌড়াতে দেখতে পায়। আমি তাদেরকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেই এবং তারা সেখান থেকে এক ফোটাও পান করতে পারে নি। তারা সেখান থেকে বের হয়ে অপর একটি উপত্যকার দিকে দ্রুত অগ্রসর হয়। আমিও দৌড় দেই। আমি তাদের মাঝ থেকে যাকেই পিছনে পেতাম, অর্থাৎ লুকিয়ে লুকিয়ে পেছনে দৌড়াতে থাকি। আর যে-ই পেছনে রয়ে যেত তার কাঁধের হাড়ে তির মারতাম। আমি বলতাম, এই নাও, **আনা ইবনুল আকওয়া, ওয়াল ইয়াওমু ইয়াওমুর রুযা**।

অর্থাৎ আমি আকওয়ার পুত্র আর এ দিনটি নীচ বা হীন ব্যক্তিদের ধ্বংসের দিন। তিনি বলেন, সে বলে যে, আকওয়া লাঞ্ছিত হোক, সকালের আকওয়ার কথা বলছো? অর্থাৎ তিনি যাদেরকে আহত করছিলেন তাদের মাঝ থেকে একজন বলে যে, সেই সকালের আকওয়া যে সকাল থেকে আমাদের পিছু ধাওয়া করছে। আমি বললাম যে, হ্যাঁ, হে নিজ প্রাণের শত্রু! তোমার সেই সকালের আকওয়া। তারা দুটি ঘোড়া উপত্যকায় নিজেদের পেছনে ছেড়ে যায়। আমি সেগুলোকে হাকিয়ে মহানবী (সাঃ) এর কাছে যাওয়ার জন্য যাত্রা করি। অতঃপর আমি মহানবী (সাঃ) এর কাছে আসি, আর তিনি (সাঃ) তখন সেই ঝর্ণার কাছে ছিলেন যেখান থেকে আমি সকালে তাদের অর্থাৎ সেই ছিনতাইকারীদের তাড়িয়ে দিয়েছিলাম। মহানবী (সাঃ) সেই পানির কাছে পৌঁছে গিয়েছিলেন। আমি দেখলাম যে, মহানবী (সাঃ) সেই উট এবং সমস্ত জিনিস যা আমি মুশরেকদের কাছ থেকে ছাড়িয়ে এনেছিলাম, হস্তগত করেছেন। হযরত বেলাল আমি যেসব উট তাদের হাত থেকে মুক্ত করেছিলাম সেই উটগুলোর মাঝ থেকে একটি উটনী জবাই করেন। তিনি মহানবী (সাঃ) এর জন্য কলিজা এবং কুঁজের মাংস নিয়ে ভুনা করছিলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ)! আমাকে সৈন্যবাহিনী থেকে অর্থাৎ যারা আপনার সাথে এসেছে তাদের মধ্য থেকে ১০০ লোককে নির্বাচন করার অনুমতি দিন। তাহলে আমি তাদের পিছু ধাওয়া করে তাদের সবাইকে হত্যা করব যেন তাদের গোত্রকে অবহিত করার মতো কোন লোকও জীবিত না থাকে। তিনি (সাঃ) বলেন, এখন তারা গাতফান এর সীমানায় পৌঁছে গিয়েছে। অপর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, এখানে এই শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যে, হযরত সালামা বিন আকওয়া মহানবী (সাঃ) এর কাছে মুশরিকদের দ্বিতীয়বার পিছু ধাওয়া করার অনুমতি চাইলে মহানবী (সাঃ) বলেন, **ইয়া ইবনাল আকওয়া, মালাকতা ফাসজে'**। অর্থাৎ হে আকওয়ার পুত্র! তুমি যখন বিজয় লাভ করেছ, যেতে দাও এবং উপেক্ষা কর। এখন তাদের পিছু ধাওয়া করে এবং হত্যা করে কী লাভ।

এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হচ্ছে তার নাম হলো, হযরত সোআয়বাত বিন সা'দ (রাঃ)। হযরত সোআয়বাত বনু আবদ্দার গোত্রের সদস্য ছিলেন। তিনি প্রথম দিক ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অধিকাংশ জীবনি লেখকগণ তাকে ইথিওপিয়ায় হিজরতকারীদের মধ্যে গণ্য করেছেন। হযরত সোআয়বাত মদিনায় হিজরত করেন আর হিজরতের পর তিনি আব্দুল্লাহ্ বিন সালামা আজলানীর গৃহে অবস্থান করেন। মহানবী (সাঃ) হযরত সোআয়বাত এবং হযরত আয়েস বিন মায়েস এর মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করেছেন। হযরত সোআয়বাত বদর এবং ওহুদের যুদ্ধেও যোগদান করেছিলেন।

হযরত উম্মে সালমা বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সাঃ)-এর তিরোধানের এক বছর পূর্বে হযরত আবুবকর (রাঃ) সিরিয়ার একটি অঞ্চল 'বুসরা'য় বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন। তার সাথে নয়েমান এবং সোআয়বাত বিন হারমালাও সফর করেন আর তাদের উভয়েই বদরের যুদ্ধেও যোগদান করেছিলেন। নায়েমান পাথেয় বা রসদের দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন। সোআয়বাত রসিক প্রকৃতির ছিলেন। তিনি নয়েমানকে বলেন, আমাকে খাবার খাওয়াও, রশদ বা খাদ্য সামগ্রী ছিল নয়েমানের তত্ত্বাবধানে, কাফেলার পুরো খাবার-দাবার আয়োজনের দায়িত্ব ছিল তার ওপর। তিনি (অর্থাৎ সোআয়বাত) তাকে বলেন, খাবার খাওয়াও। তিনি বলেন, আবুবকর (রাঃ) যতক্ষণ না আসবেন, আমি খাবার দেবো না। তিনি বলেন, তুমি আমাকে খাবার না দিলে আমি তোমাকে ক্ষেপাব। আমি পূর্বেও সংক্ষেপে এই ঘটনা বর্ণনা করেছিলাম। যাত্রাকালে তারা যখন একটি গোত্রের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন হযরত সোআয়বাত তাদেরকে বলেন, তোমরা কি আমার কাছ থেকে আমার এক কৃতদাসকে ক্রয় করবে? তারা উত্তরে বলে, হ্যাঁ। সোআয়বাত সেই গোত্রের লোকদের বলেন যে, স্মরণ রেখ! এই কৃতদাস বেশি কথা বলে, আর সে একথাই বলতে থাকবে যে, আমি স্বাধীন। সে তোমাদেরকে এই কথা বললে তাকে ছেড়ে দিয়ে আমার ব্যবসা খারাপ করো না। তারা উত্তর দেয় যে, না, বরং আমরা তাকে তোমার কাছ থেকে কিনতে চাই। তখন তারা দশ উটের বিনিময়ে সেই কৃতদাসকে কিনে নেয়। এরপর তারা হযরত নয়েমান এর কাছে আসে এবং তার গলায় রশি পরায়। নয়েমান বলেন, এই ব্যক্তি তোমাদের সাথে ঠাট্টা করছে। আমি স্বাধীন, কৃতদাস নই। কিন্তু তারা উত্তর দেয় যে, সে তোমার সম্পর্কে পূর্বেই আমাদের বলে দিয়েছিল যে, তুমি আমাদেরকে একথাই বলবে, এরপর তারা (তাকে) ধরে নিয়ে যায়। হযরত আবুবকর (রাঃ) যখন ফিরে আসেন আর লোকেরা তার সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করেন তখন তিনি ঐ

লোকদের পেছনে পেছনে যান আর তাদেরকে তাদের উটগুলো ফেরত দিয়ে নয়েমানকে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন, (আর বলেন,) ইনি (অর্থাৎ নয়েমান) কৃতদাস নন বরং স্বাধীন, উনি (অর্থাৎ সোআয়বাত) ঠাট্টা করেছিল। সাহাবীদের মধ্যে এ ধরনের হাসি-ঠাট্টার রীতিও ছিল। যাহোক, যখন এরা ফিরে এসে মহানবী (সাঃ)-এর সমীপে হাজির হয় এবং তাঁকে এ ঘটনা বলেন, বর্ণনাকারী বলেন যে, তখন মহানবী (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীরা এক বছর পর্যন্ত এ ঘটনা উপভোগ করেন। মহানবী (সাঃ)'ও এ ঘটনায় খুব হাসেন।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, সাহাবীদের স্মৃতিচারণের পর আমি যে কথা সংক্ষেপে বলতে চাই তা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর একটি এলহাম **"ওয়াস্‌সে মাকানাকা"** (অর্থাৎ তুমি তোমার গৃহ সম্প্রসারিত কর) সম্পর্কিত। এই এলহাম বিভিন্ন সময়ে তাঁর (আঃ) প্রতি হয়েছে। তিনি (আঃ) বলেন, আল্লাহ্‌তা'লা যখন নিজ নবীদের এলহামের মাধ্যমে কোন নির্দেশ প্রদান করেন যে, এটি কর, তখন এর অর্থ হয় আল্লাহ্‌তা'লা এর জন্য সাহায্য ও সহযোগিতাও করবেন আর উপকরণেরও ব্যবস্থা করবেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে যখন এখানে হিজরত করেন তখন তাৎক্ষণিকভাবে আল্লাহ্‌তা'লা অসাধারণভাবে স্বীয় সাহায্যের নিদর্শন দেখান আর জামা'ত ইসলামাদে ২৫একর জমি ক্রয় করার তৌফিক লাভ করে। এরপর এতে আরো ৬ একর যুক্ত হয়, যেখানে (দীর্ঘদিন) জলসাও হতো। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহেঃ)'র এখানে যথারীতি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার সংকল্প ছিল। যাহোক, প্রতিটি কাজের জন্যই আল্লাহ্‌তা'লা একটি সময় নির্ধারণ করে রেখেছেন। এখন আল্লাহ্‌তা'লা ইসলামাবাদে নতুন নির্মাণ কাজের তৌফিক দিয়েছেন। উত্তম সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত কয়েকটি অফিস বানানো হয়েছে। নিয়মতান্ত্রিক মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। যুগ খলীফার জন্য বাসস্থান নির্মাণ করা হয়েছে। ওয়াকেফে যিন্দেগী ও কর্মচারীদের জন্যও কিছু গৃহ নির্মিত হয়েছে, অনুরূপভাবে ইসলাবাদের পাসেই ফার্নহামে একটি বেশ বড় দ্বিতল বিল্ডিংও আল্লাহ্‌তা'লা জামা'তকে দান করেছেন যা ইসলামাবাদ থেকে ২/৩ মাইল দূরত্বে অবস্থিত, সেখানে (রাকীম) প্রেস কাজ করছে, এছাড়া কয়েকটি অফিসও রয়েছে। এছাড়া এখানে খোদ্দামুল আহমদীয়াও বড় একটি বিল্ডিং ক্রয় করার সৌভাগ্য লাভ করেছে। সেই সাথে ইতিপূর্বে জলসাগাহের জন্য (ইসলামাবাদের) অদূরে দুই শতাধিক একর বিশিষ্ট হাদীকাতুল মাহদী ক্রয় করারও আল্লাহ্‌তা'লা তৌফিক দিয়েছেন। এরপর লন্ডনে যে জামেয়া ছিল তা-ও এখান থেকে স্থানান্তরিত হয়েছে আর জামেয়ার বর্তমান জায়গা অকল্পনীয় কম মূল্যে আর উত্তম পরিবেশে এবং উন্নত সুযোগ-সুবিধাসজ্জিত অবস্থায় আল্লাহ্‌তা'লা দান করেছেন। এই ভূমির মোট আয়তন হলো প্রায় ৩০একর। এই সমস্ত জায়গা ইসলামাবাদ থেকে ১০ থেকে ২০ মিনিটের দূরত্বে অবস্থিত। ইসলামাবাদের বর্তমান প্রকল্পের সাথে এসব জায়গা ক্রয় করার কোন পূর্ব পরিকল্পনা ছিল না। এসবই আল্লাহ্‌তা'লার পরিকল্পনা বা অভিপ্রায় ছিল। এই সকল জায়গা, এক এলাকায় কাছাকাছি, একত্র হতে থাকে আর আল্লাহ্‌তা'লা কেন্দ্রের পাশাপাশি অন্যান্য জায়গাগুলোরও ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। জামেয়াও (কেন্দ্রের) নিকটে থাকা আবশ্যক। দোয়া করুন, আল্লাহ্‌তা'লা এসব জায়গা, এসব স্থাপনার এক এলাকায় একত্রিত হওয়া সকল অর্থে কল্যাণময় করুন।

আমি যেমনটি বলেছি, যুগ খলীফার বাসস্থান এবং অফিসও সেখানে নির্মিত হয়েছে। বড় মসজিদও নির্মিত হয়েছে। তাই আমিও লণ্ডন থেকে কয়েকদিনের মধ্যে ইসলামাবাদে স্থানান্তরিত হবো, ইনশআল্লাহ্। দোয়া করুন স্থানান্তরের পর সেখানে অবস্থানও যেন সবদিক থেকে কল্যাণময় হয়। আল্লাহ্ সর্বদা কৃপা করুন। আল্লাহ্‌তা'লা ইসলামাদ থেকে ইসলামের প্রচারের কাজকে পূর্বের তুলনায় আরো ব্যপকতা দান করুন। দোয়া করুন, আল্লাহ্‌তা'লা এই পরিকল্পনা এবং সেখানে স্থানান্তরকে সবদিক থেকে কল্যাণমণ্ডিত করুন।

BOOK POST
PRINTED MATTER

Bangla Khulasa Khutba Jumma
Huzoor Anwar (ATBA)
12 April 2019

www.mta.tv
www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org

To

From : Ahmadiyya Muslim Mission, Nalhati, Piranpara, Birbhum, 731243, W.B